প্রথম আলো

02 APR 2016
8 ... 2

অবসর-সুবিধার টাকা পেতে ভোগান্তি লাঘবই উদ্দেশ্য

শিক্ষক-কর্মচারীদের টাকা কেটে নেওয়ার হার বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসরে যাওয়ার চার বছর পরও অবসর ও কল্যাণ-সুবিধার টাকা পান না। এই তহবিলে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা না থাকায় এ নিয়ে তাঁদের ভোগান্তির শেষ নেই। এই সমস্যা কাটাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে এত দিন মূল বেতনের যে অংশ কেটে রাখা হতো, তার হার বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, পরিমাণ বাড়িয়ে প্রতি মাসে একেকজন শিক্ষক-কর্মচারীর কাছ থেকে অবসরের জন্য মূল বেতনের ৬ শতাংশ ও কল্যাণ-সুবিধার জন্য ৪ শতাংশ টাকা কেটে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অবসরের জন্য ৪ শতাংশ ও কল্যাণ-সুবিধার জন্য ২ শতাংশ টাকা কেটে রাখা হয়। এ ছাড়া একেকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিক্ষককল্যাণ বাবদ বছরে ১০০ টাকা করে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে অবসর-সুবিধার জন্য ৬০ ও কল্যাণ-সুবিধার জন্য ৪০ টাকা।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর-সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ-সুবিধা বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ১৫ মার্চ অবসর-সুবিধা বোর্ড ও ৯ মার্চ কল্যাণ-সুবিধা বোর্ডের সভায় এ সিদ্ধান্ত নিয়ে তা সুপারিশ আকারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

অবসর ও কল্যাণ-সুবিধা বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, এই তহবিলে টাকা বাড়ানো গেলে শিক্ষকদের নিয়মিতভাবে অবসর-সুবিধা ও কল্যাণ-সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে। নতুন বেতন স্কেলের কারণে এখন অবসর ও কল্যাণ-সুবিধার প্রাপ্য টাকার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হবে।

এ দুটি বোর্ডেরই সভাপতি শিক্ষাসচিব। জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসেইন *প্রথম আলোকে* বলেন, এগুলো বোর্ডের সিদ্ধান্ত। এখন তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাবে। মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা হবে। এরপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তবে শুধু শিক্ষকদের চাঁদা বাড়ালেই হবে না, সরকার থেকেও টাকা দিতে হবে।

সারা দেশে এমপিওভুক্ত (সরকার থেকে মূল বেতনের শতভাগ পান) শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ৮০ হাজার। অবসরের পরপরই টাকা পাওয়ার কথা থাকলেও এ জন্য এখন তাঁদের চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিজের প্রাপ্য টাকা পেতে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়।

বর্তমানে ৪১ হাজার ৪৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী অবসর-সুবিধার টাকা পেতে অবসর-সুবিধা বোর্ডে আবেদন করেছেন। কিন্তু সব আবেদনই অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে তহবিলে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায়। আর কল্যাণ-সুবিধার জন্য আবেদন জমা আছে প্রায় ৩০ হাজার।

অবসর-সুবিধা বোর্ডের সদস্যসচিব শরীফ আহমদ ও কল্যাণ-সুবিধা বোর্ডের সদস্যসচিব শাহজাহান আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, শুধু শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে টাকা কেটে নেওয়ার হার বাড়ালেই হবে না, আইন অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহে সরকারকেও টাকা দিতে হবে।